নিউজলেটার | ভলিউম-৬ | মে-জুলাই ২০২০

পরিবর্তনের জন্য সংলাপ

প্লাটফর্মস ফর ডায়ালগের ত্রৈমাসিক হাইলাইটস

পিফরডি দলের সদস্য সাবিহা জান্নাত, বাসস্থান থেকে অনলাইনে আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন

পিফরডি ৫ মাসের চুক্তি সম্প্রসারণ চূড়ান্ত: আমাদের কর্মকান্ড যেভাবে এগিয়ে চলেছে

আমাদের কাজকর্মগুলো জুনের শেষ দিক পর্যন্ত চলছিলো, ইতিমধ্যে সামাজিক জবাবদিহি সরঞ্জামগুলোর(টুলস) এবং আমাদের অংশীদারদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পিফরডি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ৫ মাসের চুক্তি সম্প্রসারণ হয়েছে। যদিও উন্নত শিক্ষার জন্য বিদেশ ভ্রমণ এবং শারীরিকভাবে উপস্থিত হতে হবে এমন কার্যক্রম নোভেল করোনভাইরাস নিয়ে উদ্বেগের কারণে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে, তবে দূরবর্তী স্থান থেকে পিফরডি তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকল্প ফলাফল ১ এবং ২ উভয়ই অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং নভেম্বর অবধি তা চালিয়ে যাবে।

যোগাযোগ কর্মীরা প্রকল্পের ২১টি জেলায় সোশ্যাল মিডিয়াতে সামাজিক জবাবদিহি সরঞ্জাম সম্পর্কিত তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাবে, এবং আরএমইএল অনলাইন ডেটা সংগ্রহের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করতে থাকবে। পিফরডি প্রকল্প আমাদের সিএসও এবং সরকারি উভয় অংশীদারের সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং অনলাইন টুলসের সাহায্যে প্রকল্পটি সারা দেশের মানুষের উপর ইতিবাচক প্রভাব অব্যাহত রাখতে পারবে।

এই সংখ্যায়

পিফরডি ৫ মাসের চুক্তি সম্প্রসারণ চূড়ান্ত

যোগাযোগ টুলসের প্রশিক্ষণ

২১টি প্রকল্প এলাকায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা

সুবিধাভোগীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য সিএস সক্ষমতা তৈরি করা

বিশেষজ্ঞদের আলোচনা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা কর্মশালা

ভ্যালিডেশন কর্মশালা

দূরবর্তীস্থান থেকে কাজের সাথে সমন্বয় সাধন করছে

BRITISH COUNCIL

Funded by the European Union

যোগাযোগ টুলস ফেসবুক, ক্যানভা, গুগল এবং উইক্সের উপর প্রশিক্ষণ

অনলাইনের মাধ্যমে কাজের গতি বাড়ার কারণে, অভ্যন্তরীণভাবে সংগঠিত করার জন্য পিফরডি প্রকল্প আমাদের সিএসওগুলিকে কীভাবে সাংগঠনিক টুলস হিসাবে ফেসবুক ব্যবহার করবেন, কীভাবে ক্যানভায় কোনও মাধ্যমের জন্য সুন্দর গ্রাফিক্স এবং ডিজাইন তৈরি করবেন, কীভাবে গুগল ড্রাইভ ব্যবহার করবেন এবং কীভাবে উইক্স ব্যবহার করে একটি বিনামূল্যে, কাস্টম ওয়েবসাইট তৈরি করবেন তা শেখানোর জন্য একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। পি ফর ডি যোগাযোগ প্রধান, সারা লুইস একটি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করেছেন যা জুনের শেষের দিকে এবং জুলাইয়ের শুরুতে বাস্তবায়িত হয়েছিল। ডিজিটাল অফিসার মনজুর হায়দারের সহায়তায় যোগাযোগ বিভাগের কর্মীরা প্রশিক্ষণ সরবরাহ করেছে, এছাড়াও সমস্ত পিফরডি প্রকল্পের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী (আরসি) এবং প্রকল্প ফলাফল ১ এর প্রধান প্রশিক্ষণের জন্য সাহায্য প্রদান করেছেন।

প্রশিক্ষণটিতে কীভাবে সিএস ও বা মাল্টি অ্যাক্টর অংশীজনদের জন্য একটি ফেসবুক পৃষ্ঠা তৈরি এবং পরিচালনাকরা যায়, কীভাবে ফেসবুক গ্রুপ তৈরি করা যায়, স্বেচ্ছাসেবক বা মাল্টি এক্টর পার্টনারশিপের গোষ্ঠী কীভাবে ক্যানভার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ডিজাইন গ্রাফিক তৈরি করতে হয়, কীভাবে অনলাইনের সহযোগিতা করার জন্য গুগল ড্রাইভ ব্যবহার করতে হয়, ফাইলগুলি কিভাবে সংরক্ষিত ও সংগঠিত রাখবেন এবং সিএস ও ম্যাপ গোষ্ঠীর জন্য কীভাবে কাস্টম ডিজাইন করা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন সে সকল জিনিস শেখানো হয় । এমনকি প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত সকল সরঞ্জামের (টুলস) বিনামূল্যের ভার্সন সরবরাহ করা হয়েছে, তাই আমাদের সমস্ত অংশীদার সিএসও সহজেই এই অনলাইন টুলস ব্যবহার করতে পারবেন। প্রশিক্ষণের সময় অনলাইন সরঞ্জামের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয়ে বেশি নজর দেওয়া হয়, হাতে-কলমে শেখানোই এই প্রশিক্ষণের মূল উপাদান। ৬ দিন ধরে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

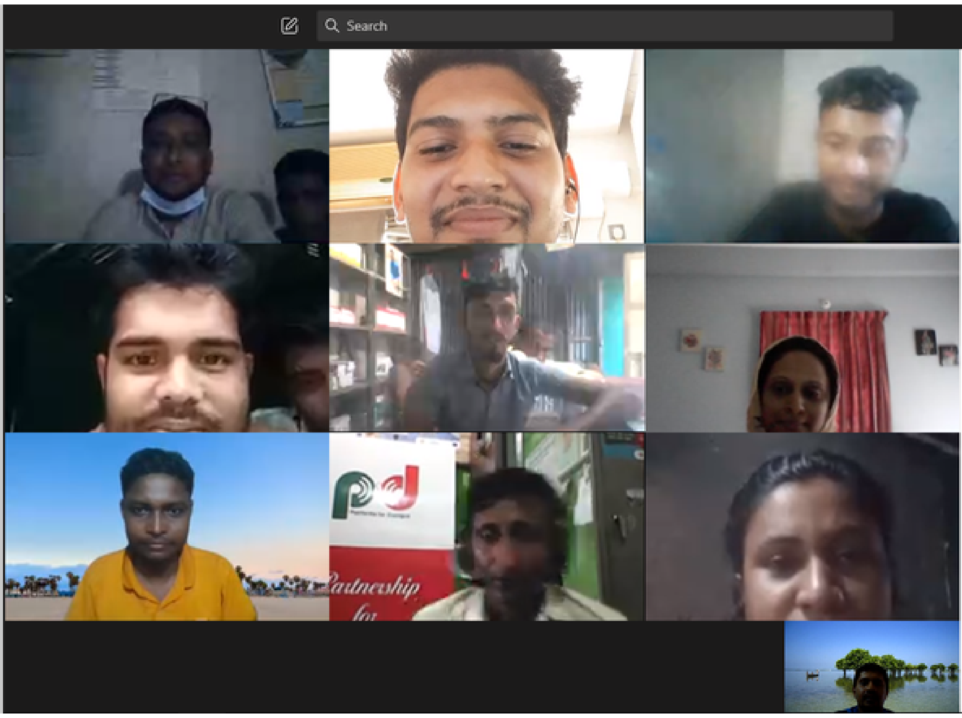

পি ফর ডি আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, আলমগীর মিয়া (নীচে ডান),জুলাইয়ের এক সপ্তাহ যোগাযোগ টুলসের উপর সুনামগঞ্জ থেকে ১ জন পিফরডি জেলা ফ্যাসিলিটর, ২ জন সিএসও নেতা এবং ৬ জন ম্যাপ সদস্যকে প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আঞ্চলিক সমন্বয়কারীরা নতুন সরঞ্জামগুলির(টুলস) ব্যবহার শেখার পর, প্রকল্প ফলাফল ১ এর প্রধান জেলা ফ্যাসিলিটেটর এবং প্রকল্প উপকারভোগীদের (সিএসও নেতৃবৃন্দ, এমএপি সদস্যগণ এবং কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার এর প্রধান) প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের সমন্বয় করেছেন।পিফরডি এর যোগাযোগ কর্মী দলটি ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় ম্যানুয়ালও সরবরাহ করেছিল যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের নতুন ডিজিটাল দক্ষতা অনুশীলন করার সময় এই উপকরণগুলো সহজেই চর্চা করতে পারেন। জেলা পর্যায়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ জুলাইয়ে শুরু হয়েছিল, এবং নভেম্বর অবধি চলবে। মোট, ২০০ জন সুবিধাভোগী (১৮ জন পিফরডি স্টাফ সদস্যসহ) এই যোগাযোগ টুলসের উপর প্রশিক্ষিত হবেন।

এই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব কেবলমাত্র আমাদের অংশীদার সংস্থাগুলি এবং উপকারভোগীদেরই বর্তমান পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতেই সাহায্য করে না, বরং এটি তাদের নিজস্ব কর্ম পরিধি বাড়াতে সহয়তা করবে। দেশজুড়ে সিএসও নেতাদের এই ডিজিটাল দক্ষতা সরবরাহের মাধ্যমে, তাদের নিজস্ব কাজ প্রচার এবং তাদের ক্রিয়াকলাপে উন্নতি করতে পারবেন। প্রোগ্রামের বাকি অংশগুলির মধ্যে সিএসও নেতাদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে এবং সিএসওরা তাদের সংস্থার অনলাইন উপস্থিতি তৈরি করার ব্যাপারে প্রকল্পের যোগাযোগ কর্মীরাও তাদের সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

Funded by the European Union

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা: ২১টি প্রকল্প এলাকায় সামাজিক জবাবদিহি সরঞ্জাম(টুলস) সমূহের প্রচারণা

সামাজিক জবাবদিহি সরঞ্জামগুলো(টুলস) বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি। এই সরঞ্জামগুলি তৈরি করতে সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সীমিত প্রশিক্ষণ ক্ষমতা ও এই সরঞ্জামগুলো(টুলস) সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞান ন্যূনতম। এই সরঞ্জামগুলির প্রচারের উন্নতিতে সহায়তা প্রদান করতে করতে ,পিফরডি একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা শুরু করে যাতে আমাদের অংশীজনদের নীতিমালা ও আইন কী, কীভাবে তারা কাজ করে এবং কেন সেগুলি গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারে।

প্রচারণার সময়, পি ফর ডি প্রকল্প প্রতিটি সামাজিক জবাবদিহি সরঞ্জামগুলোতে(টুলস) স্বতন্ত্রভাবে মনযোগ দেয়। নাগরিকের সনদ, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার আইন এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল। প্রতিটি বিভাগ ২ সপ্তাহ ধরে চলেছিল, সেই সময় আমরা প্রতিটি সরঞ্জামের ইনফোগ্রাফিক তৈরি করেছি , প্রতিটি সরঞ্জাম কী করে তা বর্ণনা করার জন্য ফটোগ্রাফিক পোস্ট করে এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করতে, এই সরঞ্জামগুলি ব্যবহারের বাস্তব জীবনের ফলাফলগুলি দেখানোর জন্য মানবিক প্রভাবের গল্প লিখেছি ।প্রতিটি সরঞ্জাম কীভাবে আমাদের জীবণে কাজ করে এবং আরও শক্তিশালী করে তা বোঝাতে ভিডিও এবং অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল সামগ্রী তৈরি করেছি।

সামাজিক জবাবদিহি সরঞ্জামগুলো(টুলস) তা সম্পর্কে এক সপ্তাহ এবং সামাজিক জবাবদিহি সরঞ্জামগুলোর(টুলস) গুরুত্বের সংক্ষিপ্ত একটি সমাপনী পোস্ট সহ, প্রচারটি প্রায় আড়াই মাস ধরে চলে।
আমরা প্রচারণা সামগ্রী পোস্ট করার পর সাধারণ মানুষ ব্যাপক উৎসাহ দেখিয়েছে।যা অভাবনীয়ভাবে আমাদের সামগ্রিক প্রসার এবং ব্যস্ততা বৃদ্ধি করে। পুরো প্রচারের সময়ের মধ্যেই আমাদের ফেইসবুকটি কয়েক লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই প্রচারটি হাজার হাজার মানুষ অন্যদের সাথে শেয়ার ও মন্তব্য করেছেন। যোগাযোগ মাধ্যমে অনুসরণকারীদের জন্য ও জাবাবদিহি নীতিমালার ব্যবহারের প্রসার বাড়াতে এবং এগুলোর সাধারণ মানুষের উপর প্রভাবের গল্প শোনানোর জন্য আসন্ন মাসগুলোতে পিফরডি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের পরিকল্পনা করছে।

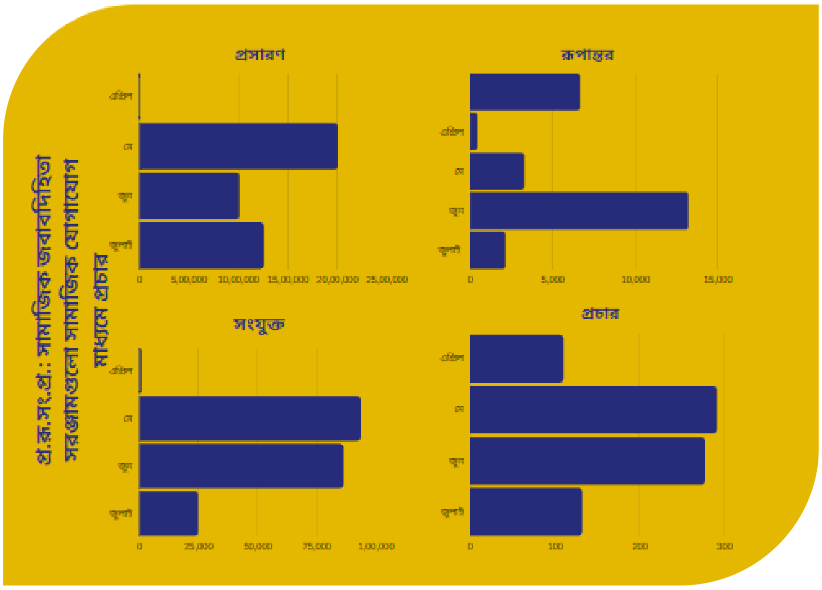

সুবিধাভোগীদের সাথে জড়িত থাকার জন্য সিএসও সক্ষমতা তৈরি: পিফরডি প্রতিটি অংশীদার সিএস ও সংস্থার জন্য প্রচারপত্র তৈরি করেছে

অংশীদার সিএসওগুলির সক্ষমতা তৈরিতে পিফরডির কাজের অংশ হিসাবে, আমাদের ৬৩টি অংশীদার সংস্থার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রচারপত্র তৈরি করেছে । আমাদের অংশীদারী সিএসওগুলোর ভবিষ্যতের প্রচারণা সরঞ্জামসমূহ (টুলস) হিসেবে তারা তাদের অন্যান্য সুবিধাভোগী,অংশীদারদের ও দাতা সংস্থার সাথে সহজেই এর মাধ্যমে প্রচারণা চালাতে পারবেন । আমরা প্রতিটি অংশীদার সিএসওর কাছ থেকে মূল তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাদের বিবরণ এবং ফটোগ্রাফসহ একটি প্রচারপত্র তৈরি করেছি এবং তারপরে কোনও তথ্য পরিবর্তনের ইচ্ছা থাকলে তারা সম্পাদনা করতে পারে এমন একটি টেম্পলেট সরবরাহ করেছিলাম । মে মাসের শেষে প্রচারপত্র তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। পিফরডি প্রকল্প এবং যোগাযোগ কর্মীরা সিএসওগুলিকে প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান চালিয়ে যাবেন।

Funded by the European Union

সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা কর্মশালা: পি ফর ডি এর প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদার বিপিএটিসি এর সহযোগিতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার (এপিএম) অধীনে সরকারী কর্মকর্তাদের সামাজিক জবাবদিহির প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বিপিএটিসি, জনাব মো: রকিব হোসেন এনডিসি, বিপিএটিসির রেক্টর এর নেতৃত্বে ২৬-২৮, জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (এপিএম) এর উপর দু'দিনের একটি সফল কর্মশালা পরিচালনা করেন। শারীরিক দূরত্ব রাখার বিধিনিষেধের কারণে, কর্মশালাটি অনলাইন প্লাটফর্ম এবং সামাজিক দুরুত্ব শিক্ষণ সেশনের সংমিশ্রণে রূপ নিয়েছিল। মোট ৫৫ জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৪জন অনলাইনে কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন এবং ৩১ জন সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন। প্রশিক্ষণটি নতুন ধারায় পরিচালিত হলেও , অংশগ্রহণকারীরা কর্মশালার সাথে ভীষণভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বেশ কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থী মন্তব্য করেছিলেন যে তারা এপিএম এবং সামাজিক জবাবদিহি সরঞ্জামগুলো(টুলস) সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছেন।

মোট এ পি এম প্রশিক্ষোণ: ৫৫

অনলাইন প্রশিক্ষণ: ২

সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে প্রশিক্ষণ: ৩১

মোঃ কামাল হোসেন, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গবেষণা বৈধকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন.

ভ্যালিডেশন কর্মশালা: সামাজিক জবাবদিহি সরঞ্জামগুলো প্রভাব মূল্যায়নের একটি নতুন উপায়

বিপিএটিসি রেক্টর জনাব মোঃ রাকিব হোসেনের সাথে যৌথভাবে পি ফর ডি ২০২০-এর ২০ শে জুলাই, প্রথম ভ্যালিডেশন কর্মশালা আয়োজন করে। সামাজিক জবাবদিহি সরঞ্জামগুলোর প্রভাব মূল্যায়নের উপর এটি একটি নতুন পদ্ধতি। এই অনলাইন এবং অফলাইন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে সরকারি জবাবদিহি সরঞ্জামগুলো সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তাদের বোধগম্যতার উপর একটি গবেষণা প্রতিবেদনকে বৈধ করার জন্য বিপিএটিসি এই কর্মশালার আয়োজন করে।বিপিএটিসির সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে আলোচনা এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে ভ্যালিডেট কর্মশালাটিতে বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা একত্রিত হয়েছিলো ।

কর্মশালায়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী সংস্থাগুলোর স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা গবেষণা পদ্ধতি, ফলাফল এবং সুপারিশগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল হোসেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এবং কর্মশালা সম্পর্কে তার বক্তব্য ছিলো, “আমি এটিকে একটি প্রখর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ও প্রাণোচ্ছল উপস্থাপনা হিসেবে দেখছি। আমি এটি খুব উপভোগ করেছি।“ অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া মিঃ হোসেনের অনুভূতিরই প্রতিনিধিত্ব করে, বিশেষত যারা অনলাইন কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন।

বিশেষজ্ঞ আলোচনা: পিফরডি প্রকল্প তার প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারদের সাথে সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা শুরু করেছে

আমাদের কার্যক্রম এবং সরাসরি উপস্থিতি সমাগম স্থগিত থাকায়,পিফরডি তার প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারদের সাথে অনলাইনের মাধ্যমে সামাজিক জবাবদিহি সরঞ্জামগুলির সাথে জড়িত থাকতে এবং তাদের প্রভাব সম্পর্কে শিখতে নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ আলোচনার আয়োজন করছে। উদ্বোধনী আলোচনা প্যানেলে পিফরডি এর দল নেতা আরসেন স্টেপানিয়ান এর সঙ্গে যোগ দেন ডাঃ জহুরুল ইসলাম, বিপিএটিসি পরিচালক। তাদের আলোচনাটি মূলত সাম্প্রতিক সময়ের বিপিএটিসির জরিপ সমীক্ষা অর্থাৎ যা সামাজিক জবাবদিহির সরঞ্জামগুলোতে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন নিয়েই হয়েছিলো।

সমীক্ষাটির মূল উদ্দেশ্য ছিলো বিপিএটিসি যেনো আরো কার্যকর পদ্ধতিতে সামাজিক জবাবদিহি সরঞ্জামগুলিকে (টুলস) অন্তর্ভুক্ত করে তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলিকে নতুন করে প্রণয়ন করতে পারে । গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের উন্নততর জনসেবা প্রদানের জন্য স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি বৃদ্ধি করা। জুলাইয়ের শেষে আলোচনাটি পিফরডি এর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এবং ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করা হয়েছে । প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে স্টেকহোল্ডারদের সংযুক্ত করতে এবং আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতন রাখতে আরও বেশি আলোচনা আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে রেকর্ড এবং পোস্ট করা হবে।

বিপিএটিসির পরিচালক ডঃ জহুরুল ইসলাম পিফরডি প্রকল্পের দল নেতা, আরসেন স্টেপানিয়ানের সাথে ভিডিও মাধ্যমে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল আলোচনা করেছেন।

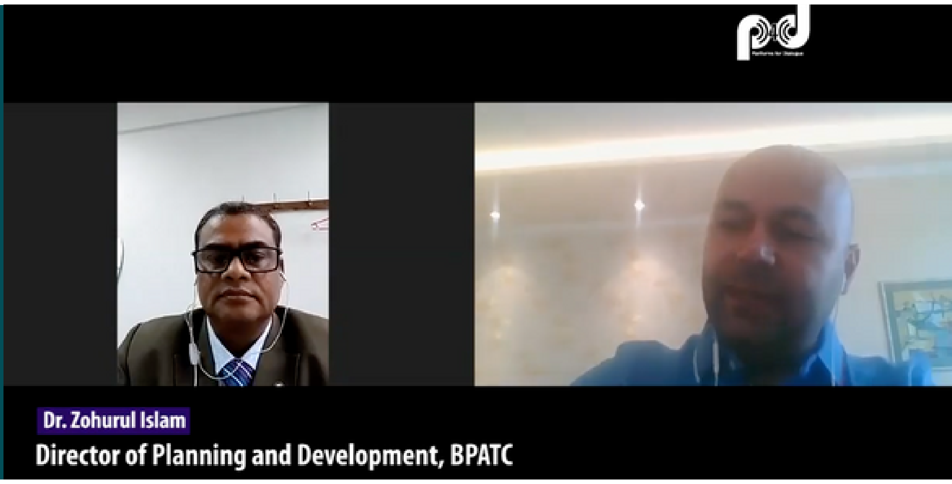

দূরবর্তীস্থান থেকে কাজের সাথে সমন্বয় সাধন: কীভাবে বাসস্থান থেকে কাজ করা পদ্ধতির সাথে ছন্দ মিলাচ্ছে পিফরডি

মার্চ মাসে যখন করোনাভাইরাস মহামারী শুরু হয়, পিফরডি দ্রুত তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং বসন্ত এবং গ্রীষ্মের মাসগুলির কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তন করে। সকল সংস্থা যেমন করেছে, পিফরডিও দ্রুত একটি অনলাইন কাজের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং শারীরিক উপস্থিতিভিত্তিক সকল কার্যক্রম থেকে বিরতি নিয়েছিলো। আমাদের কর্মীরাও দ্রুততার সাথে শিখলেন কীভাবে সুবিন্যস্ত থাকতে এবং দূর থেকে কাজ করার পরেও সুস্পষ্ট যোগাযোগ বজায় রেখে বিভিন্ন ধরণের মাইক্রোসফ্ট স্যুট সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করতে হয়। প্ল্যানারের মতো সফ্টওয়্যার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিভাগীয় কাজের পরিকল্পনা তৈরি করতে, কার্যগুলি অর্পণ করতে এবং বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করেছে, এবং মাইক্রোসফ্ট টিম এবং সহকর্মীদের আড্ডা, ভিডিও কনফারেন্স, বা তাৎক্ষণিক অনলাইনে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। এই সরঞ্জামগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সামগ্রিক উৎপাদনশীলতার উন্নতি করেছে এবং দূর থেকে কাজ করেও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ উন্নত করতে সহায়তা করেছে।

সাময়িক সময়ের জন্য কিছু কাজ ধীর হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে অন্য কাজের গতি বাড়িয়ে তুলেছে। ওয়েব সরঞ্জামগুলি ব্যবহারের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণগুলি দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং সরকারি প্রশিক্ষণগুলি বেশিরভাগ অনলাইনে চলছে, এভাবেই সামাজিক ও শারীরিকভাবে দূরে থেকে সুরক্ষার সাথে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের পরিবর্তে ওয়েব জরিপ এবং ফোন কলগুলিতে ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতির অনুসরণ করেছে আমাদের আরএমইএল দল। আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলোর অনলাইন প্রচার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে মনোনিবেশ করেছে এবং সমস্ত মানবসম্পদ, আর্থিক এবং প্রশাসনিক কাজ অনলাইনে অব্যাহত রয়েছে। যেহেতু আমাদের নির্ধারিত বেশিরভাগ ক্রিয়াকলাপ সরাসরি উপস্থিতির ভিত্তিতে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তাই আমাদের কার্য সপ্তাহটি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, যদিও আমরা আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে আগের মতন কাজ শুরু করার প্রত্যাশা করছি।

BRITISH COUNCIL
Funded by the European Union